কথা, কাহিনী ও পরিচালনা
তুলসী লাহিড়ী
ভালোবাসা
ভূমিকায়
তুলসী · সত্য · রাজেন

ভালো-বাসা

পরিচয়

খ্যাঁদা মামা	...	তুলসী লাহিড়ী	সুরজিৎ	...	রঞ্জিৎ রায়
ক্ষ্যান্ত মামী	...	শ্রীমতী প্রভা	গোব্‌রা	...	বোকেন চট্টো
ভবতারণ	...	সত্য মুখোপাধ্যায়	অপর্ণা	...	রেখা দে
শোভনা	...	মীরা দত্ত	সুচিত্রা	...	সুশীলা

এবং চারুশীলা প্রভৃতি

●

গল্প ঃ

চমৎকার একখানি ফ্ল্যাট—কল্‌কাতার অভিজাত এক পল্লীতে। সুন্দর ক'রে সাজানো, শহরের ধুলো ও ধোঁয়া সেখানে পৌঁছয় না ঃ ভালো বাস্‌বার, চোখে চোখ দিয়ে নীরব ভাষায় প্রেমের কলগুঞ্জনের উপযুক্ত স্থানই বটে। ফ্ল্যাটটির নাম "ভালো-বাসা"।

থাকেন একটি নব-পরিণীত দম্পতী, ভালোবেসে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। ভবতারণ কবি। ভবতারণ কবিতা লেখে, সঙ্গীত রচনা করে—শোভনা সেই গানের বাণীতে প্রাণ দেয়—সুর করে' শোনায় তা'কে। একখানি ঘর, রান্না বান্নার পাট নেই—সেটা হোটেল মারফৎ চলে।

শোভনা গান গায়, তাকে দিতে একটি অর্গানই উপযুক্ত উপহার। একদিন তাও আসে। ভবতারণের আয় অর্গান কেন্‌বার মতো নয় ঃ কাজেই সেটা আসে মাসিক কিস্তিতে। স্বামী অফিসে যান পায়ে হেঁটে, টাকা বাঁচান ঃ স্ত্রী ঝি তুলে' দেন—কিস্তির টাকা শোধ করতে।

এরি থেকে ভবতারণকে বন্ধু বান্ধবকে টাকাটা সিকিটা সাহায্যও করতে হয়।

এক বন্ধু আছেন সুরজিৎ। মাঝে মাঝে মাইফেলের জন্য বন্ধুকে এবং তথা নিজেকেও খুশী করতে অভাব পড়ে' গেলে ভবতারণই যথাসাধ্য দিয়ে তরান। সেই আসে যায় একটু বেশী, কিম্বা ভবতারণেরও তারই ওখানে, অফিস ও প্রেম কূজনের বিরলতম অবসরে একটু যাতায়াত আছে।

বেশ কাটছিল দিন।

কিন্তু ভালো বাসাতে-ও ঝড় লাগ্‌ল।

দেশে থাকেন ভবতারণের এক মামা—খ্যাঁদা। কবিত্ব শক্তিটা নাকি "নরাণাং মাতুল ক্রমঃ" হিসেবে এরি কাছ থেকে ভবতারণের পাওয়া।

খ্যাঁদা মামা আর ক্ষ্যান্ত মামীর এখন ঝগড়া-পর্ব্ব। সেই পর্ব্ব প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে, দু'জন দু'জনের মুখ না-দেখাদেখিতে এসে দাঁড়িয়েছে। একদিন অতি বিরক্ত হয়ে খ্যাঁদা মামা গৃহত্যাগ করেন। ব'লে যান—আর ক্ষ্যান্তর মুখও দেখ্‌বেন না। চাকর গোব্‌রা মারফৎ ক্ষ্যান্ত, খ্যাঁদাকে গৃহত্যাগে নিবৃত্ত তো করতে পারেনই না, জান্‌তেও পারেন না—মামা কোথায় গেলেন।

বলা বাহুল্য, কল্‌কাতায় চাকুরে ভাগ্নে থাক্‌তে মামা আর কোথায়ই বা যাবেন।

অথচ, তাদের মোটে একখানি ঘর। মামা বাইরে শুয়ে থাকেন, তা ছাড়া আর উপায় কি ?

কিন্তু উটের মতন, নাক ঢোকাবার জায়গা পেয়ে, পরে সর্ব্বাঙ্গ ঢোকাবার স্পৃহা মামা ছাড়েন কি করে' ? আস্তে আস্তে অন্দরের দিকে একটু একটু এগোতে থাকেন মামা।

শ্রীমতী মীরা দত্ত

একখানি ঘর, তাতে প্রায় সর্ব্বদাই গুরুজনের উপস্থিতি। মামাশ্বশুরের সুমুখে অবশ্যই শোভনার ঘোম্‌টার দৈর্ঘ্য আপনি বেড়ে যায়। ফলে প্রেম তো জমেই না; এমন কি, অফিস ফেরৎ শোভনার শ্রীমুখপঙ্কজ দেখাও ভাগ্যে ঘটে না বেচারী ভবতারণের।

মামার এই অত্যাচার দম্পতীর পক্ষে অসহ্য হ'য়ে ওঠে। মামা,—মামিমাকে এড়াতেই হোক, আর একটানা পল্লীবাসের পর ক'ল্‌কাতার মোহেই হোক—নড়্‌বার নামটি করেন না পর্য্যন্ত। তখন একদিন এই বিপদ থেকে উদ্ধারের আশায় ভবতারণ, বন্ধু সুরজিতের বুদ্ধির শরণ নেয়।

সুরজিতের একটু পানদোষ আছে বটে। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকেদের মতো হঠাৎ বুদ্ধিও তার কম নয়।

সে একটি মতলব বাৎলে দেয়।

খবর পাওয়া যায়, দেশ থেকে ক্ষ্যান্ত মামি আস্‌ছেন। তখন অবশ্যই খ্যাঁদা মামার আবার দেশে ফিরবার বন্দোবস্তই করতে হয়।

খ্যাঁদাও যাবার জন্য তৈরী, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ক্ষ্যান্ত এসে হাজির।

মামার আর যাওয়া হয় না। কিন্তু ঘর যে মাত্র একখানি—দুইটী দম্পতী কি করে' থাক্‌বেন?

এর মীমাংসা আপনারাই করুন।

গান

আমরা দু'জন করব কূজন
নদীর কল-গীতে—
দেখ্‌ব নূতন চাঁদের স্বপন
চোখের জ্যোছনাতে।
নিত্য মোদের কোজাগরী
স্বপ্নে চলে খেয়া-তরী
নিরুদ্দেশে যাত্রা মোদের
নীরবে নিভৃতে॥